ঘাটালের সিংহভাগই এখনও বিদ্যুৎবিহীন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ ঘাটাল, দাসপুরের সিংহভাগ অংশ বিদ্যুৎহীন। ফলে পাম্প চালিয়ে পানীয় জল যেমন তোলা যাচ্ছে না, তেমনি মোবাইল চার্জও দেওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে বিদ্যুৎ কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করলেও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে জল। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ঘাটাল ডিভিশনাল ম্যানেজার গোলক মণ্ডল বলেন, ঘাটাল-দাসপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও বিদ্যুৎহীন, বেশ কিছু ট্রান্সফরমার এখনও জলের মধ্যে, আমরা চেষ্টা করছি। স্বাভাবিক হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। এবারের ভয়াবহ বন্যায় ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ অংশ জলের তলায় চলে যায়। কৃষিজমি, বাড়ি, বাজার সর্বত্র জলের তলায় চলে যায়। মহকুমার ৮টি বিদ্যুৎ সাবস্টেশনেও জল ঢুকে যায়। প্রায় দেড় শতাধিক ট্রান্সফরমারে জল ঢুকে, জলের তোড়ে ঘাটাল, দাসপুর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোনা, সোনাখালি এলাকায় প্রচুর বিদ্যুতের খুঁটি হেলে পড়ে কিংবা ভেঙে পড়ে। ছিঁড়ে যায় তারও। এই অবস্থায় বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে ঘাটাল মহকুমার প্রায় ৮০ ভাগ এলাকা। এতে যারপরনাই অসুবিধায় পড়েন দুর্গত মানুষেরা। বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার বা তার জলের সংস্পর্শে এলে যাতে বিপদ না ঘটে সেজন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে। ফলে ভোগান্তি বাড়ে আরও। চন্দ্রকোনা, ক্ষীরপাই, ঘাটালের একাংশে জল নামতে থাকায় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা তৎপরতার সাথে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেও মহকুমার প্রায় অর্ধেক অংশ এখনও বিদ্যুৎহীন। দাসপুরের ভুঁইয়াড়া সাবস্টেশন এখনও জলমগ্ন। ফলে দাসপুর একরকম বিদ্যুৎহীন। ঘাটাল ব্লকের বহু এলাকাতেও বিদ্যুৎ নেই সপ্তাহ দুয়েক হতে চলল। আর বাকি অংশে কোথাও দিনে থাকছে তো রাতে থাকছে না, কোথাও বারবার লোডশেডিং, কোথাওবা লো ভোল্টেজ।

শহিদ দিবসে পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা চানাচুর ম্যানুফ্যাকচারার এ্যাসোসিয়েশনের তরফে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। নিজস্ব চিত্র

স্বামী-স্ত্রীর বিবাদে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ স্ত্রীর সাথে বিবাদের জেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি থানার কণ্ঠীবাড়ি গ্রামে। ঘটনার তদন্তকারী হেঁড়িয়া থানার পুলিশ আধিকারিক মলয় অধিকারী জানিয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় স্ত্রীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে সুব্রত ভুঞ্যা (২৪)। এরপরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে এই যুবক। পুলিশ আধিকারীক জানিয়েছেন, গভীর রাতে বাড়ি না ফেরায় স্থানীয়দের নিয়ে বাড়ির লোকেরা সুব্রতকে খোঁজাখুঁজি করেও পায়নি। শনিবার ভোরে বাড়ির থেকে সামান্য দূরে এই যুবকের মৃতদেহ ঝুলতে দেখা যায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পণের দাবিতে গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ অতিরিক্ত পণের দাবিতে এক গৃহবধূকে গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করার অভিযোগে শাশুড়ি শেফালি প্রামাণিককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। এগরার লালুয়া গ্রামে কিছুদিন আগে সবিতা প্রামাণিক নামে এক গৃহবধূকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুনের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে আগেই স্বামী জয়দেব প্রামাণিককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ধৃত শাশুড়িকে শনিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তার জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন।

সাপের কামড়ে ৩৯ জন চিকিৎসাধীন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ বন্যায় ঘাটাল মহকুমায় ৩৯ জন সাপে কাটা রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে ১২ জন ও দাসপুরের গ্রামীণ হাসপাতালে ১০ জন ভর্তি আছেন। বন্যার সময় ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, দাসপুর এলাকায় বিষধর সাপের ব্যাপক উপদ্রব বেড়েছে। ইতিমধ্যে সর্পাঘাতে কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সাপে কাটার ওষুধ রাখা হচ্ছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক গিরিশ চন্দ্র বেরা বলেন, আমরা প্রতিটি ব্লক হাসপাতালে সাপে কাটা ওষুধ এভিএস ইঞ্জেকশন পাঠিয়ে দিয়েছি। অন্যান্য ওষুধপত্রও রাখা হচ্ছে। তবে এতে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

সুপার স্পেশালিটি, নেই অটন্সি সার্জেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য দেহও রেফার করা হচ্ছে অন্যত্র। চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন মৃতের পরিজনেরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ময়না তদন্তের বিশেষজ্ঞ অটন্সি সার্জেন নেই। একমাত্র কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল ও তমলুক জেলা হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন। এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উপর ৮টি ব্লকের মানুষ নির্ভরশীল। ফলে এই হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য আসা দেহের সংখ্যা অন্য হাসপাতালের তুলনায় বেশি। অথচ একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অটন্সি সার্জেন না থাকায় ভোগান্তির শিকার হন মৃতের পরিজনেরা। ময়না তদন্তের জন্য দেহ কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কয়েকদিন আগে এগরার অস্থিচকের খাল থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। প্রথমে ময়না তদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছিল এগরা হাসপাতালে। কিন্তু ময়না তদন্তের সময় দেহ দেখে চিকিৎসক জানিয়ে দেন, তাঁর পক্ষে ওই ময়না তদন্ত সম্ভব নয়। এর পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ফের গাড়ি ভাড়া করে দেহটিকে নিয়ে যান কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের মর্গে। এগরার বাসিন্দা বিজয় প্রহরাজ বলেন, ঝাঁ চকচকে হাসপাতাল। কিন্তু অর্থেকেরও বেশি বিভাগ এখনও চালু হয়নি। সাধারণ মানুষেরা কোথায় যাবেন। আর যাদের আর্থিক ক্ষমতা নেই তাঁরা কিভাবে গাড়ি ভাড়া করে দেহ নিয়ে মর্গে, মর্গে ঘুরবেন! এগরা মহকুমা হাসপাতালের সুপার গোপাল গুপ্তা বলেন, এখনও ময়নাতদন্তের বিভাগ চালু হয়নি। আমরা উর্ধ্বতন মহলে সমস্যার কথা জানিয়েছি।

পিতল-কাঁসার শিল্পীরা সংকটের মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ ঘাটাল মহকুমার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রামজীবনপুরের কামারপাড়া এই এলাকা কাঁসা ও পিতল শিল্পের জন্য বিখ্যাত। শুধু জেলাতেই নয়, এখানকার শিল্পের খ্যাতি রয়েছে বাইরেও। এলাকার শতাব্দী প্রাচীন এই শিল্পের একসময় দারুণ রমরমা ছিল। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরেই এই শিল্প নানান সমস্যায় জর্জরিত। আর এর ফলে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত এলাকার ৮০টি পরিবারের প্রায় তিন শতাধিক সদস্য আজ দারুণ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই এলাকার মানুষেরা নজরকাড়া কাঁসা-পেতলের বাসনপত্র তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তাতে কী হবে। এর পেছনে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও তাঁদের মজুরি জোটে কেজি প্রতি ৮০ টাকা। বর্তমানে এই অগ্নিমূল্যের বাজারে এই টাকা দিয়ে কি হবে? এই প্রশ্নটাই এখানকার প্রতিটি মানুষের। এলাকার বিখ্যাত কারিগর রঘুনাথ রানা বলছিলেন, আগে কাজের অর্ডার অনেক আসত, এখন আর সেরকম নেই। আগে পেতল-কাঁসার জিনিসের ব্যবহার ছিল ঘরে ঘরে। এখন এসবের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। এসে গেছে স্টিলের সামগ্রীর ব্যবহার। এখন যেটুকু অর্ডার মিলছে তা ঐ বাঁকুড়া, কলকাতা আর বিহারের কিছু মহাজনদের কাছ থেকেই। বাবু, এই ছোটখাটো অর্ডার দিয়ে কি সারা মাসে ৫/৬ জনের সংসার চলে? রঘুনাথ বালার মতো একই রকম বক্তব্য পরেশ রানারও। তিনি বলছেন, এখনো বিয়ের মরশুমে কাঁসার বাসনের চাহিদা থাকে। বিয়ের মরশুমগুলোতে তো একটু-আধটু অর্ডার মেলে। বিয়ের মরশুমের পর বাকি মাসগুলোতে প্রায় হাত গুটিয়েই বসে থাকতে হয়। যেটুকু অর্ডার মেলে তা ঐ মহাজনদের কাছ থেকে। তাতে আর কী হবে। এই সামান্য আয়ে কি সংসার চলে? এলাকায় কান পাতলে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই অভিযোগ শোনা যাবে। ওদের অভিযোগগুলো সত্যিই অহেতুক করা যাবে না। ওদের হাতে আজ আর তেমন কাজই নেই। যেটুকু কাজ আসে তা ঐ কলকাতা, বাঁকুড়া আর বিহারের একাধিক স্থানের মহাজনদের কাছ থেকেই। এই মহাজনেরা কাঁচা মালের যোগানও দেয়। এছাড়া ওদের কোন উপায় নেই। কারণ, কাঁচামাল কিনে ব্যবসা করার মধ্যে অর্থ নেই। তার ফলে মহাজনদের উপর নির্ভর করেই ওরা বেঁচে রয়েছেন। আবার শিল্পের এই খারাপ অবস্থা দেখেও কেউ এই শিল্পকে ছাড়তে পারছেন না। কারণটা ঐ একটাই, বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা এই পেশাটাকে তাঁরা হারিয়ে দিতে চান না। অনেকেই বলছেন, আমাদের চাষবাসও নেই, এটা ছেড়ে দিলে সংসার চালাব কী করে? সরকারের তেমন কোনও অনুদান ওদের কাছে আসেন না, তবে হ্যাঁ, সরকার কয়েকবছর আগে শিল্পী হিসাবে ওদের স্বীকৃতি দিয়ে ৫০টি কার্ড দিয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে চন্দ্রকোনা ব্লকের বিডিও একবার এই এলাকার শিল্পীদের জন্য একটা ঋণের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এলাকার শিল্পীরা তাতে রাজি হয়নি। তাঁদের ভয় যদি কোন ব্যক্তি ঋণশোধ না করতে পারে তা হলে একটা বাজে সমস্যার সৃষ্টি হবে। আর এই অবস্থার মধ্যে পড়ে এই শিল্পের পরিণতি আরও খারাপ হতে পারে। তাঁরা চান এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে একটু হলেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক সরকার। যাতে এই শিল্পের সাথে যুক্ত কয়েকশো পরিবার যেন সামান্য একটু অন্নের সংস্থান করতে পারে।

ফুল আনতে গিয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত জামাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ বড় শ্যালকের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ফুল কিনতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না জামাই কৃষ্ণকেশব চক্রবর্তীর। মেচেদার কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটা গ্যাসের ট্যাঙ্কার এই চিকিৎসককে রাস্তায় পিষে দিয়ে গেল। তমলুক থেকে মোটরবাইকে চড়ে কোলাঘাটের দেউলিয়া বাজারে যাচ্ছিলেন চিকিৎসক কৃষ্ণকেশব চক্রবর্তী। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে চিকিৎসকের মোটরবাইকে থাকা আরো দুই যুবক। এদের পরিচয় জানা যায়নি। তমলুকের পলনদা গ্রামের বাসিন্দা চিকিৎসক কৃষ্ণকেশব চক্রবর্তী। জানা গেছে, মেচেদার কাছে উল্টোদিক থেকে আসা একটা গ্যাস ট্যাঙ্কার চিকিৎসকের মোটরবাইককে ধাক্কা মারে। এর ফলে রাস্তায় ছিটকে পড়েন কৃষ্ণকেশব চক্রবর্তী। ট্যাঙ্কার তাঁর উপর দিয়ে চলে যায়। দুর্ঘটনার পর প্রচন্ড গতিতে পলাতক ট্যাঙ্কারকে পিছু ধাওয়া করে ধরে ফেলে পুলিশ। তবে চালক ও খালাসি পলাতক। স্থানীয়রা মোটরবাইকে থাকা বাকি দুই আরোহীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় নার্সিংহোমে ভর্তি করেছেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে নন্দকুমার থানার কোলসর বাজারের কাছে। একটা মারুতি গাড়ি পরপর দুটি মোটরবাইকে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে একটি ইলেক্ট্রিক পোস্টে গিয়ে ধাক্কা মারে। এর জেরে দুটি মোটরবাইকের তিন জন আরোহী গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে দুর্ঘটনাগ্রস্ত এক মোটরবাইক আরোহীকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘাতক গাড়ির চালক ও যাত্রীরা পলাতক।

মহকুমা ক্রীড়া সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ কুমার দাস হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। এগরা পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কসবার বাসিন্দা ছিলেন কল্যাণবাবু। গত রবিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার কোঠারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।

শনিবার সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। কল্যাণবাবুর প্রয়াণে শোকাচ্ছন্ন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ক্রীড়ামহল। তাঁর পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপন করেছেন এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস, পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর বেরা, রাজ্য স্পোর্টস্ কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি, কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত প্রমুখ।

অস্বাভাবিকভাবে নিখোঁজ ১৮ বছরের মেয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম শহরের ১২ নং ওয়ার্ডের থেকে ১৮ বছরের এক মেয়ে অস্বাভাবিকভাবে নিখোঁজ হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম শহরের ১২নং ওয়ার্ডের নীপেনপল্লির বাসিন্দা নিশা খাতুন কাজে গিয়ে বাড়ি না ফেরায় ঝাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মা আশা বিবি। পরিবারের অভিযোগ ২৪ ঘন্টা কেটে গেলেও আমরা কোন খবর তো পেলামই না প্রশাসনের তরফ থেকেও এখনো কোন তদন্ত শুরু হয়নি। দুঃশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে মা ও বাবা, এলাকায় ছড়িয়েছে শোকের ছায়া। মা আশা বিবি জানান, গত বৃহস্পতিবার বাবুবাড়িতে কাজে গিয়েছিল নিশা তারপর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় সে। এছাড়াও মা বলেন, বিগত কিছু দিন ধরে একটি মহিলা তাঁকে কিছু বুঝিয়ে প্রলোভিত করছিল। বিভিন্ন সময় তাঁর সাথে বাইরে দেখাও করত নিশা। আশা বিবি মনে করেন, তাঁর মেয়েকে অপহরণ করে পাচার করা হয়েছে।

কন্টাই ক্লাবের মাঠে শনিবার লাইফ স্টাইল মেলার উদ্বোধন করছেন কাঁথির পৌরপ্রধান সৌম্যেন্দু অধিকারী। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার কাউন্সিলার সুমিতা সিনহা। নিজস্ব চিত্র